2ND SEM GENERAL

অপভ্রংশ/ অবহট্ট :

সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যবর্তী যে ভাষা, তার নাম অপভ্রংশ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাষার ব্যপ্তিকাল। অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষার ঠিক আগেকার রূপটি হল অপভ্রংশ।

আগে এই ভাষার অপভ্রংশ নাম ছিল না; অর্বাচীন প্রাকৃত কিংবা তৃতীয় স্তরের স্বতন্ত্র প্রাকৃত বলা হতো। গিয়ার্সন সাহেব প্রমুখ ভাষাবিদ পন্ডিতেরা ভারতীয় আর্যভাষার এই তৃতীয় স্তরের ভাষাকে 'অপভ্রংশ' বলেছেন। এই অপভ্রংশের নামান্তর হয়েছে অবহট্ট।

পতঞ্জলী মহাভাষ্য অসংস্কৃত শব্দকে অপভ্রষ্ট বলেছেন। এই অপভ্রষ্ট শব্দ যা শিল্ট অর্থ থেকে ভ্রষ্ট। কালক্রমে অপভ্রংশ পরে অবহট্ট হয়েছে। আবার কোন কোন অপভ্রংশকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা- একটি প্রাচীন এবং অপরটি অর্বাচীন। প্রাচীন অপভ্রংশকে অপভ্রংশ বলেছেন। আর অর্বাচীন অপভ্রংশের নাম হয়েছে অবহট্ট। বিদ্যাপতি 'কীর্তিপতাকা' রচনা করেছেন অর্বাচীন অপভ্রংশ-এ।

প্রাকৃত কী? এর স্বরূপ আলোচনা কর।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুবগত নাম যেমন 'বৈদিক সংস্কৃত' তেমনি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুবগত সাধারণ নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। প্রাকৃত নামকরণের তাৎপর্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রাকৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ রচয়িতা হেমচন্দ্রের মতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ মূল উপাদান। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে এই মূল উপাদান হল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। এই মূল উপাদান থেকে যার জন্ম, তাই হল প্রাকৃত,-

'প্রকৃতি: সংস্কৃতম্, তত্র ভবম্

ততাগতম্ ব' প্রাকৃতম্ ।'

একথা ঠিকই যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে জন্মলাভ করেছে।

প্রাকৃত ভাষার স্বরূপ ও উপযোগিতার বিচারে প্রাকৃত নামের আরও একরকম তাৎপর্য গ্রহণীয়। বৈদিক সংস্কৃতের পরে Classical Sanskrit যখন জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়ে মুষ্টিমেয় শিষ্ট শিক্ষিত লোকের ভাষা হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল। প্রথমে জনসাধারণের মুখের ভাষারূপে।

এটি ছিল জনগণের সাধারণ ভাষা- Common Language of the people.

এই সূত্র ধরে ড. সুকুমার সেন প্রাকৃত নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, প্রাকৃত বা প্রকৃত ভাষা কথাটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে 'প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা'।

কিন্তু একথাও ঠিক যে, প্রাকৃত ভাষা প্রথমে জনগণের মুখের ভাষারূপ-এ জন্মলাভ করলেও পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষার দ্বিতীয় স্তরে এই ভাষার যে রূপটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেই রূপটি কিন্তু জনসাধারণের মুখের ভাষা নয়, সেটি Classical Sanskrit-এর মতোই কৃত্রিম ভাষা। তাই একে যথার্থই সাহিত্যিক প্রাকৃত ই বলা হয়েছে। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন,-

"The Prakrita speeches, recognized by the old Grammarians, that occur in Sanskrit grammars and in poems, do not come in the direct line of development of Indo-Aryan. The Prakrit are almost entirely based on artificial generalization of the second phase of MIA and stand in the same relation to MIA proper as classical Sanskrit to vadic."